দৈনিক খবর

দৈনিক খবর

22 SEP 1988

5 কলাম

ঢাকা বৃহস্পতিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৩৯৫ বাংলা

023

স্কুল-কলেজ সময়মত খুলে দিন

বন্যার কারণে রাজধানীর স্কুল-কলেজ ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকার ১লা অক্টোবর স্কুল কলেজ খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী যথাসময়ে রাজধানীর স্কুল-কলেজ খোলা সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে ইতিমধ্যেই জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এক সহযোগী পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সরকার ১লা অক্টোবর স্কুল-কলেজ খোলার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। কারণ, দুর্গতরা কবে শিবির ত্যাগ করবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া স্কুল-কলেজের ভবনাদি পরিষ্কার করতে কম পক্ষে ৭ দিন সময় লাগবে।

সবাই জানেন, রাজধানীর বন্যা উপদ্রুত এলাকার অসহায় মানুষ যখন এতটুকু মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং এক মুঠো অন্নের জন্য প্রায় দিশাহারা অবস্থায় এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে, তখন তাদের সাময়িক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাকল্পে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ত্রাণ শিবির খোলা হয়। লাখ লাখ বন্যার্ত এ সমস্ত ত্রাণ শিবিরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। জানা যায়, রাজধানীতে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে পাঁচ শতাধিক ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এ সমস্ত ত্রাণ শিবিরের মধ্যে শতকরা ৮০টিই স্কুল-কলেজ ভবন কিংবা কমিউনিটি সেন্টার। এছাড়া নির্মীয়মান বাড়ী, পৌর মার্কেট, পৌর সংস্থার সুলভ বাড়ীতেও দুর্গত শিবির খোলা হয়েছে। সে যাই হোক, আমাদের এখনকার বক্তব্য হচ্ছে স্কুল-কলেজ ভবন নিয়ে। অর্থাৎ যে সমস্ত স্কুল-কলেজে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে সেগুলো আগামী ১লা অক্টোবর নাগাদ খোলা সম্ভব হবে কিনা সেটাই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়।

যতদূর জানা গেছে, স্কুল-কলেজ ভবনে আশ্রয়গ্রহণকারী বন্যার্তদের বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা ত্রাণ শিবিরেই থেকে যাওয়ার পক্ষপাতী। অনেকে মনে করেন মাথা গোঁজার বিকল্প একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বন্যার্তদের হঠাৎ জোর করে তুলে দেয়া মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক হবে না। আবার এও ধারণা করা হচ্ছে যে, বন্যার্তদের তুলে দেয়া হলেও সাথে সাথে স্কুল-কলেজ চালু করা সম্ভব হবে না। কেন না, প্রায় সকল ত্রাণ শিবিরের অবস্থাই অত্যন্ত লেজে গোবরে। প্রকাশ, রান্নার আবর্জনা, প্যাকেট ভর্তি ময়লা দিবারাত ফেলার ফলে তার পচনে এক দুর্বিষহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল-কলেজের কক্ষে কক্ষে ময়লা, কালি, দুর্গন্ধ স্থায়ী হয়ে উঠেছে। এসব পরিবেশে তিষ্টানো দায়। ধারণা করা হচ্ছে ৭ বার ধোয়া-মোছার পর পুরো চুনকাম করা না হলে বাচ্চারা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শুধু তাই নয়, ত্রাণ শিবির খোলার ফলে অনেক স্কুল-কলেজের দরজা-জানালা, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ এসবেরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এমতাবস্থায়, সহসা স্কুল-কলেজ খুলে দেয়া হলে মনে হয় সুবিধার চাইতে অসুবিধাই বেশী হবে। বিশেষ করে পরিবেশগত অসুবিধাটাই এখানে বিবেচনা করে দেখার বিষয়। কারণ, আর যাই হোক দূষিত পরিবেশের মধ্যে লেখা-পড়া চলতে পারে না।

তবু এটাও কম ভাবনার বিষয় নয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়ার সাথে ছাত্র-ছাত্রীরাই বা আর কতদিন সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকবে। বন্যার ক্ষতি একমুখী নয়, বহুমুখী। সর্বগ্রাসী বন্যা প্রায় সকল দিকেই ধ্বংসের হাত বাড়িয়েছে। এই বিভিন্নমুখী ক্ষতির ক্ষত শুকাতে কতদিন লাগবে জানি না। তবে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে। এটা করতে হলে উৎপাদন ও গঠনমূলক সকল কাজে আমাদের বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে আন্তরিকতার সাথে মনোনিবেশ করতে হবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা যে পরিশ্রম করেছি বা ভালো কাজের জন্য যতটা কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছি বন্যাউত্তর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের আরো বেশী পরিশ্রম এবং কষ্ট করতে হবে। অধিকতর ত্যাগ আর কৃচ্ছ্রতার পরিচয় দিতে হবে। তাই আমরা মনে করি বন্যার দরুন এ পর্যন্ত লেখা-পড়ার যে ক্ষতি হয়েছে তা যথেষ্ট। এর একচুল বেশী ক্ষতি হতে দেয়া ঠিক হবে না। কেননা, কোন অবস্থাতেই শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। অন্ততঃ আমাদের দেশে সে সুযোগ কম। তাই বন্যার কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাজধানীর স্কুল-কলেজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে দিতে হবে। আগামী ১লা অক্টোবরের মধ্যে ত্রাণ শিবির হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিটি স্কুল-কলেজ যাতে খোলা সম্ভব হয় সেজন্যে পূর্বাহ্নেই সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে হবে। আর কিছুই না হোক, অন্ততঃ দূষিত পরিবেশ থেকে স্কুল-কলেজগুলোকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার। অবশ্য সকল এলাকার অবস্থা এক রকম নয়। এলাকাবিশেষে কোন কোন ত্রাণ শিবিরের বন্যার্তরা হয়তো আরো কিছু দিন সময় নেবে স্ব স্ব ঠিকানায় ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে। এদের বাস্তব অসুবিধাগুলোও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং তা দেখতে হবে মানবিক কারণেই। তবে যেখানে তেমন কোন অসুবিধা নেই সেখানে স্কুল-কলেজ খোলার ব্যাপারে কোন রকম অনীহা থাকা ঠিক নয়, উচিতও নয়। আমরা এ ব্যাপারে সরকারের বলিষ্ঠ মনোভাবই প্রত্যাশা করি।